



# রমজানের

# পড়াশুনা

পর্ব-৩

‘পাঁচ মিনিটের পড়া’ সিরিজ

পবিত্র মাস রমজান থেকে সর্বাধিক পুরস্কার পাওয়ার জন্য শারীরিক ও আধ্যাত্মিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করার অন্যতম সেরা উপায় হ'ল রমজান সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে সংশোধন করা।

‘পাঁচ মিনিটের পড়া’ এই সিরিজটি আশাকরি সকলের ভাল লাগবে।

প্রকাশনায়ঃ প্রবাস-ই-প্রকাশনী, কানাডা



## রমজানের পড়াশুনা পর্ব-৩

'পাঁচ মিনিটের পড়া' সিরিজ

আপনি কি পড়তে ভালোবাসেন,  
কিন্তু আপনার সময় নেই?

তাহলে 'পাঁচ মিনিটের পড়া' সিরিজটি আপনার জন্য!

এবারের 'রমজানের পড়াশুনা' পর্ব-৩ -এ পাবেন ৩টি লেখার সংগ্রহ।

রমজানের পড়াশুনা পর্ব-১ পাবেন ৭টি লেখার সংগ্রহ।

রমজানের পড়াশুনা পর্ব-২ পাবেন ৭টি লেখার সংগ্রহ।

এই তিন পর্বে রয়েছে রমজানের শিক্ষার উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত এবং এই পবিত্র মাসের সর্বোত্তম ব্যবহারের বিভিন্ন টিপস।

'পাঁচ মিনিটের পড়া' সিরিজটি বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিভিন্ন লেখকের লেখার সংকলন!

প্রতিটি লেখা পড়তে ৫ মিনিটের বেশি সময় লাগবে না!

এই সংগ্রহগুলো আপনার মতো ব্যস্ত ব্যক্তির জন্য।

আসুন, রমজানের পড়াশুনা উপভোগ করুন!



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ  
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোযা ফরয করে দেয়া হয়েছে  
যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের অনুসারীদের ওপর ফরয করা  
হয়েছিল। এ থেকে আশা করা যায়,  
তোমাদের মধ্যে তাকওয়ার গুণাবলী সৃষ্টি হয়ে যাবে।

সূরা বাকারাহ-১৮৩

মাহে রমজান ও তাকওয়া ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কেননা, রমজান মাসে প্রত্যেক  
রোজাদার ব্যক্তিকে অবশ্যই তাকওয়ার গুণাবলি অর্জন করতে হয়।

আরবি 'তাকওয়া' শব্দের আভিধানিক অর্থ আল্লাহভীতি, পরহেজগারি, দ্বীনদারি, ভয় করা,  
বিরত থাকা, বেছে চলা, আত্মশুদ্ধি, আত্মবোধের জাগৃতি, নিজেকে কোনো বিপদ-আপদ বা  
অনিষ্ট থেকে রক্ষা করা প্রভৃতি।

শরিয়তের পরিভাষায় আল্লাহর ভয়ে সব ধরনের অন্যায়, অত্যাচার ও পাপাচার বর্জন করে  
পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশানুযায়ী মানবজীবন পরিচালনা করার নামই তাকওয়া।  
এককথায় যাবতীয় অসৎ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রেখে পরিশুদ্ধ জীবন পরিচালনার  
নামই তাকওয়া।

ইসলামে তাকওয়ার চেয়ে অধিক মর্যাদাবান কোনো কাজ নেই। দ্বীনের প্রাণশক্তিই হলো এ  
তাকওয়া। তাকওয়া মানব চরিত্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ইহকালীন জীবন শান্তিময় করার এবং  
পারলৌকিক কল্যাণের মূল ভিত্তি হচ্ছে তাকওয়া। তাই রমজান মাসে তাকওয়া অর্জনে ব্রতী  
হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্যকর্তব্য।

বান্দার মধ্যে তাকওয়ার গুণাবলি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন, 'হে মুমিনগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর; যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৩)

প্রতিটি কাজের জন্য সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে জবাবদিহির অনুভূতিকে তাকওয়া বলে।

হাদিস শরিফের আলোকে তাকওয়ার সংজ্ঞা হলো, রাসুলুল্লাহ (সা.) যা করতে বলেছেন তা করা এবং যা করতে নিষেধ করেছেন তা বর্জন করা। ইমান-আকিদার সঙ্গে সাংঘর্ষিক সব বৈরী পরিবেশকে পাশ কাটিয়ে স্বীয় মহৎ বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে জীবন যাপন করার নামই তাকওয়া। (ইয়াহুইয়া উলুমুদীন)

তাই কোনো রোজাদার মুমিন মুত্তাকি কখনো তিরস্কার, ব্যঙ্গোক্তি, অবজ্ঞা, দাস্তিকতা, গর্ব-অহংকার, কটুক্তি, দস্তোক্তি, কুৎসা রটনা, হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা তুচ্ছজ্ঞান করতে পারে না। সে কখনো দুরাচার, পাপিষ্ঠ, কদাচার, দুশ্চরিত্র, দুষ্কর্ম ইত্যাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে পারে না।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকি।' (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৩)

একদা কোনো এক ব্যক্তি তাকওয়ার অর্থ জিজ্ঞেস করলে হজরত ওমর (রা.) বলেন, 'আপনি কি কখনো কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করেছেন?' বললেন, 'হ্যাঁ! আপনি তখন কী কী করেছিলেন?' 'আমি সাবধানতা অবলম্বন করে দ্রুতগতিতে ওই পথ অতিক্রম করেছিলাম।' বলা হচ্ছে এটাই তাকওয়া। এভাবে সাবধানি পথ চলাই তাকওয়া।

আর তাকওয়া সুসম্পন্ন ব্যক্তিকে মুত্তাকি বলে। মুত্তাকিদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে হাদিস শরিফে উল্লেখ আছে, 'যে ব্যক্তি শিরক, কবিরী গুনাহ, অশ্লীল কাজকর্ম এবং কথাবার্তা থেকে নিজেকে বিরত রাখে তাকে মুত্তাকি বলা হয়। তাকওয়ার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ছয়টি। সত্যের সন্ধান, সত্য গ্রহণ, সত্যের ওপর সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা, আল্লাহভীতি, দায়িত্ব-সচেতনতা, দায়িত্বানুভূতি ও আল্লাহর নির্দেশ পালন।'

মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ভয়ে সমাজে সব ধরনের মন্দ, অশ্লীল কথা ও কাজকর্ম পরিহার করে ভালো ও উত্তম কথাগুলো প্রকাশ করা, সব ধরনের খারাপ ও নিন্দনীয় কাজ বর্জন করে আল-কোরআন ও সুন্নাহভিত্তিক যাবতীয় উত্তম কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা এবং অশুভ ও ক্ষতিকর চিন্তাভাবনা বিনষ্ট করে শুভ ও কল্যাণকর চিন্তা ধারণ করার নামই তাকওয়া বা আল্লাহভীতি।

যিনি মুত্তাকি বা পরহেজগার হবেন, তিনি যাবতীয় খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকবেন এবং ভালো কাজের অনুশীলন করবেন। সত্যবাদিতা, আমানতদারি, ধৈর্য, ন্যায়বিচার বা আদল, ইহসান প্রভৃতি যত রকমের অনুপম মানবিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তিনি সেগুলোর অধিকারী হতে চেষ্টা করবেন। তিনি সর্বদা সৎ কাজ করবেন এবং অপরকে সৎ কাজের প্রতি বিনীতভাবে আহ্বান জানাবেন। আর নিজে অসৎ কাজ থেকে সর্বদা বিরত থাকবেন এবং অন্য সবাইকে অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকতে সচেষ্ট হবেন। তিনি সময়মতো নামাজ আদায় করবেন, জাকাত প্রদান করবেন এবং মাহে রমজানে সিয়াম সাধনা তথা রোজাব্রত পালন করবেন।

মুত্তাকিদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, ‘যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, জাকাত প্রদান করে এবং যারা প্রতিশ্রুতি সম্পাদনকারী এবং অর্থ সংকটে, দুঃখ-কষ্টে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণকারী, এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ এবং এরাই মুত্তাকি।’ (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৭৭)

মাহে রমজানের সিয়ামের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হচ্ছে তাকওয়া ও হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। তাকওয়া হচ্ছে হৃদয়ের এক বিশেষ অবস্থার নাম। তাকওয়া হলো আল্লাহর বিধিবিধান পালন ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা। তাকওয়ার গুণাবলি অর্জন করতে না পারলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা অসম্ভব। তাকওয়ার মাধ্যমেই বান্দা ইহকাল ও পরকালে তার মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে পরম সম্মানিত হয়। যত প্রকার ইবাদত-বন্দেগি ও ইসলামের বিধিবিধান রয়েছে সবকিছুর মূলে রয়েছে তাকওয়ার অনুপ্রেরণা। তাকওয়া অর্জিত হওয়ার পর রোজাদার মুমিনের হৃদয় আল্লাহর প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়। এমনভাবে রমজান মাসে তাকওয়াভিত্তিক চরিত্র গঠনে রোজাদার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যান।

সিয়ামের সঙ্গে রয়েছে তাকওয়ার নিবিড় যোগসূত্র। রোজা মানুষের মধ্যে তাকওয়ার গুণাবলি সৃষ্টি করে। বছরের এক মাসব্যাপী সিয়াম পালনের উদ্দেশ্যে নিছক উপবাস থাকা নয়, এর মূল উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অর্জন করা। ফলে সমাজজীবনে মানুষ যাবতীয় অন্যায় ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে এবং সৎ কাজ করার জন্য অগ্রসর হতে পারে।

তাই মুসলমানদের তাকওয়া বা খোদাভীতি অর্জনের লক্ষ্যে মাহে রমজানের পূর্ণাঙ্গ একটি মাস রোজা পালন ফরজ করা হয়েছে। মানুষ যাতে তাকওয়া অর্জন করতে পারে, আল্লাহভীতির গুণাবলি লাভ করতে পারে, দুনিয়ার সব কাজে আল্লাহকে উপস্থিতি পাওয়ার মতো বোধশক্তি অর্জন করতে পারে, এর জন্যই সিয়াম সাধনা করা অত্যাৱশ্যক।

**ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান:** বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক।



“যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও আত্মসমালোচনাসহ রমজান মাসের সিয়াম পালন করবে, তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুণাহ মাফ করে দেওয়া হবে। ”

- হাদিসঃ বুখারী: ৩৮, মুসলিম: ৭৬০

## আসুন, এই রমজানে নিজেকে প্রশ্ন করি .....

- ✓ আমি কি প্রতিদিন নিয়ত করে রোজা শুরু করেছি কি? ইনশাআল্লাহ, আমার এখনও সময় আছে।
- ✓ আমি কি প্রতিদিন খুশুর সাথে (মনোনিবেশ এবং একাগ্রতার সাথে) প্রতিটি নামাজ আদায় করেছি? ইনশাআল্লাহ, আমার এখনও সময় আছে।
- ✓ আমি কি প্রতিদিন কুরআনের কম করেও হলে ১০ টি আয়াত পড়েছি বা শুনেছি? ইনশাআল্লাহ, আমার এখনও সময় আছে।
- ✓ আমি কি আদৌ তারাবীহ সালাত আদায় করেছি? - একা / আমার পরিবারের সাথে? / কোনও মসজিদে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে? ইনশাআল্লাহ, আমার এখনও সময় আছে।
- ✓ আমি কি আমার নিয়ত শুদ্ধ রাখতে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছি? ইনশাআল্লাহ, আমার এখনও সময় আছে।
- ✓ আমি কি কোন একটি জনহিতকর কাজ করেছি? ইনশাআল্লাহ, আমার এখনও সময় আছে।
  - আমি কি কোন একজন করান্টিনে থাকা কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে ফোন করেছি?
  - অসুস্থ ব্যক্তির সাথে দেখা করেছি?
  - মহামারী চলাকালীন রমজানকে স্বাভাবিক করার প্রয়াসে আমি কী অর্থের সাহায্যে বা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে আমার স্থানীয় মসজিদ বা ইসলামী কেন্দ্রে সহায়তা করেছি?

- ✓ আমি কি এই মাসের মহিমা এবং সৌন্দর্যের পুরোপুরি উপলব্ধি করে নীচের কাজগুলো করেছি? - ইনশাআল্লাহ, আমার এখনও সময় আছে।
- আমি কি আমার পরিবারকে রোজা রাখতে উৎসাহিত করেছি যাতে তারাও তাদের সওয়াব বৃদ্ধি করতে পারে?
  - আমি কি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে আন্তরিকতা, ভয় এবং আশা নিয়ে ক্ষমা ও করুণা চেয়েছি?
  - আমি কি আমার পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং সহকর্মীদের সাথে ধৈর্য ধরার চেষ্টা করেছি?
  - আমি কি আমার পরিবার, প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব এবং সহকর্মীদের প্রতি সদয় হয়েছি?
  - আমি কি গীবত এবং অপবাদ এড়াতে পেরেছি?
  - আমি কি কাউকে আঘাত করা এড়াতে পেরেছি যদিও আমার মনে হয়েছে তারা আমাকে আঘাত করেছে?
  - যাঁরা আমার ক্ষতি করেছে বা অন্যায় করেছে এমন কাউকে আমি কি অন্তর থেকে ক্ষমা করে দিয়েছি?
  - আমি কি কুরআনের নতুন কোন আয়াত মুখস্থ করার চেষ্টা করেছি?
  - আমি যখন কুরআন পড়েছি বা শুনেছি, তখন কি আমি খোলা মন দিয়ে শব্দের আসল অর্থ বুঝতে এবং সেগুলি আমার জীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিলাম?
  - আমি কি সালাতুল তাওবাহ – ক্ষমার জন্য নামাজ আদায় করেছি?
  - আমার হৃদয়ে কি পরমাণু পরিমানেরও অহংকার ছিল?
  - এই পবিত্র মাসে আমি কি শান্ত ও আরও মননশীল ছিলাম?
  - আমি কি কুরআন ছাড়া অন্য কোন ইসলামিক সাহিত্য পড়েছি?
  - আমি কি অমুসলিম পরিবার ও বন্ধুদের সাথে রমজান ও ইসলামের বাণী শেয়ার করেছি?
  - আমি কি রমজান ও ইসলামের বাণী অন্য কোন মুসলিম পরিবারের সদস্য, বন্ধুবান্ধব বা সহকর্মীদের সাথে শেয়ার করেছি?
  - রোজা রাখার সময় ক্ষুধা পেয়ে আমি কি বিরক্ত বোধ করেছি বা আনন্দ করেছি?



- ❖ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সো:) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও পর্যালোচনাসহ রমজান মাসের সিয়াম পালন করবে, তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুণাহ মাফ করে দেওয়া হবে। (বুখারী: ৩৮, মুসলিম: ৭৬০)
- ❖ হযরত সাহল বিন সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সো:) ইরশাদ করেছেন, জান্নাতের একটি দরজা আছে, একে রাইয়ান বলা হয়, এই দরজা দিয়ে কিয়ামতের দিন একমাত্র সিয়াম পালনকারী ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের ছাড়া অন্য কেউ এই পথে প্রবেশ করবে না। সেদিন এই বলে আহ্বান করা হবে- সিয়াম পালনকারীগণ কোথায়? তারা যেন এই পথে প্রবেশ করে। এভাবে সকল সিয়াম পালনকারী ভেতরে প্রবেশ করার পর দরজাটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। অতঃপর এ পথে আর কেউ প্রবেশ করবে না। (বুখারী: ১৮৯৬, মুসলিম: ১১৫২)
- ❖ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সো:) ইরশাদ করেছেন, সিয়াম চালস্বরূপ।

তোমাদের কেউ কোনোদিন সিয়াম পালন করলে তার মুখ থেকে যেন অশ্লীল কথা বের না হয়। কেউ যদি তাকে গালমন্দ করে অথবা ঝগড়ায় প্ররোচিত করতে চায় সে যেন বলে, আমি সিয়াম পালনকারী। (বুখারী: ১৮৯৪, মুসলিম: ১১৫১)

❖ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সো:) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, সিয়াম ব্যতীত আদম সন্তানের প্রতিটি কাজই তার নিজের জন্য। কিন্তু সিয়াম আমার (আল্লাহ) জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দেব। সিয়াম ঢালস্বরূপ।

তোমাদের কেউ যেন সিয়াম পালনের দিন অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে।

যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সঙ্গে ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে, আমি সিয়াম পালনকারী। যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, তার শপথ!

অবশ্যই সিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিসকের গন্ধের চেয়েও সুগন্ধি।

সিয়াম পালনকারীর জন্য রয়েছে দু'টি খুশি, যা তাকে খুশি করে। যখন যে ইফতার করে, সে খুশি হয় এবং যখন সে তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন সাওমের বিনিময়ে আনন্দিত হবে। (বুখারী: ১৯০৪, মুসলিম: ১১৫১)

❖ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সো:) ইরশাদ করেন, তোমাদের নিকট রমজান মাস উপস্থিত।

এটা এক অত্যন্ত বরকতময় মাস। আল্লাহ তায়ালা এ মাসে তোমাদের প্রতি সাওম ফরজ করেছেন।

এ মাসে আকাশের দরজাসমূহ উন্মুক্ত হয়ে যায়, এ মাসে জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং

এ মাসে বড় বড় শয়তানগুলোকে আটক রাখা হয়।

এ মাসে একটি রাত আছে, যা হাজার মাসের চেয়েও অনেক উত্তম। যে লোক এ রাত্রির মহা কল্যাণলাভ হতে বঞ্চিত থাকল, সে সত্যিই বঞ্চিত ব্যক্তি। (সুনানুন নাসায়ী: ২১০৬)